

বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনে নারী: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

মোঃ নজরুল ইসলাম*

Abstract: Advertisement is the leading medium in the competitive marketing field. In this age of globalization, manifold dimension of advertisements has been ventured on. The expansion of advertisements has been scattered from the four walls to the sky high sphere. This extent is scattered in such a way that everywhere we are encircled by the influence of advertisements. The propensity of grandeur and extravagance has been observed due to the expanded of advertisements. In the creation of advertisements, delusional props are applied. However at present, women are tend to be used highly in the advertisements to advert people's attention. This trend is often driving towards indecency, impertinence, vulgar exposure and sensuality. In this present article, the increase in exceeding plurality of women in the field of advertisement will be depicted. In our society, people encounter such indecent and vulgar advertisements. Social harmony and tranquility are resolved through Islam. Islamic policy is extolled everywhere in restraining vulgarity and infirm speculation. In this regard, through the discussion of the observations about the participation of women in the field of advertisements according to the Islamic policy as well as the evil effects of indecency, impertinence, vulgar exposure and sensuality in the society will be highlighted. Beside this, observations will be depicted through the implementation of Islamic policy in the campaign of advertisement for social system and views will also be given to defend the society from the untoward influence of advertisements at the end of this present article.

ভূমিকা

বিজ্ঞাপন বর্তমান বিশ্বে পণ্য বিক্রয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ব্যবসা-বাণিজ্য, পণ্য লেনদেন কিংবা খ্যাতি অর্জনের শৈল্পিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিপণন বিদ্যা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বিজ্ঞাপন ব্যতিরেকে পণ্যের বিক্রি বা প্রচারণা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞাপনের চাহিদার সাথে এর বহুমাত্রিকতাও বৃদ্ধি পেয়েছে বিভিন্ন উপায়ে। বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে আরও অনেক ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে বিজ্ঞাপন কোন কোন ক্ষেত্রে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি বর্তমানে এক বাধ্যতামূলক নিয়ম-রীতিতে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞাপন ব্যতিরেকে পণ্য বিক্রয় চিন্তাই করা যায় না। বর্তমানে অধিকাংশ বহুজাতিক কোম্পানী মোট ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক বা তার বেশী বিজ্ঞাপনের পিছনে ব্যয় করে থাকে। তাই

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বিজ্ঞাপন হয়ে দাড়িয়েছে পণ্য বিক্রয়ের মূল হাতিয়ার। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এর পিছনে কোম্পানী ব্যয় করছে কোটি কোটি টাকা। ব্যবহার করছে বিভিন্ন মডেলদের, প্রতিখ্যাশা বা প্রতিষ্ঠিত কোন নায়ক বা নায়িকাকে বা কোন প্রতিষ্ঠিত প্রফেশনাল ব্যক্তিত্বকে ঐ পণ্যের বিক্রি বাড়ানোর জন্য। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মডেলরা কোন পণ্যের গুণগত বিষয় বিবেচনা না করে কিংবা বিষয়ের সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও যে কোন বিষয়ে তারা সাধারণ জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য মোটা অংকের বিনিময়ে মডেল হয়ে থাকেন। বিজ্ঞাপনের চাহিদা বাড়াতে নারীদের ব্যবহার এখন কোন কোন ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয় নারীদেরকে অশ্লীলভাবে উপস্থাপনও এক স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞাপনে যৌন আবেদন তৈরীর ফলে সমাজে নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে। এসব বিজ্ঞাপনের মাত্রা এত বেশী হয়ে যায় যে, কোন কোন প্রেক্ষাপটে ক্রেতারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অনেক সময়ে বিজ্ঞাপনের প্রতারণামূলক কথা বা ওয়াদা ভোক্তাকে শুধু প্রতারিতই করছে না, আর্থিকভাবে নিঃশ্ব করে দিচ্ছে। ইসলাম এ সকল অশ্লীল কর্মকাণ্ডের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে অবস্থান করে। ইসলাম এ অবস্থাকে কোনভাবেই কাম্য মনে করে না। সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরী করা সবারই চেতনা হওয়া বলে মনে করে ইসলাম। ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের সবাই কোন না কোনভাবে ভোক্তা। সকল ভোক্তার সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে পণ্য বিক্রি কিংবা খ্যাতি অর্জনের নামে যে কোন প্রকার অসৎ প্রতিযোগিতাকে নিরুৎসাহিত করেছে। বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনে নারীর অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মত। এমনও দেখা যায় যেখানে নারীর প্রয়োজন নেই সেখানেও নারীকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনে নারীকে এমন প্রতিযোগিতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে ক্ষেত্র বিশেষে নারীর শরীর প্রদর্শনকে মুখ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে সমাজে নানাধরনের অনাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞাপনে নারীকে অশালীনভাবে উপস্থাপনের ফলে কী ধরনের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এবং তার সমাধানে ইসলামি দিক-নির্দেশনা রয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি বাংলাদেশে প্রচারিত বিজ্ঞাপন বিষয়ক হলেও পাশ্চাত্যের দু'একটি বিজ্ঞাপনকে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিজ্ঞাপনের এক বিস্তৃত ক্ষেত্র। এখানে বিভিন্ন রকমের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়ে থাকে। এসব বিজ্ঞাপনের গুণ ও মান বিভিন্ন রকমের। আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনায় অনুসন্ধান ও বর্ণনামূলক এবং গুণগত গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ রচনার প্রাথমিক তথ্যের জন্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে বিজ্ঞাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট মডেল, নির্মাতা, নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ও প্রচারকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন লাইব্রেরী, বিজ্ঞাপন সংশ্লিষ্ট ম্যাগাজিন, ওয়েব সাইটে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের তথ্যের সহায়তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা

বিজ্ঞাপনের ইংরেজী প্রতিশব্দ Advertising. Advertising শব্দটি Noun. Advertising এর অর্থ বিশ্লেষণ করতে বাংলা একাডেমীর English-Bangla Dictionary তে বলা হয়েছে, বিজ্ঞাপনদান।¹ Advertising এর Verb হল Advertise. Advertise এর অর্থ বিশ্লেষণ করতে বাংলা একাডেমীর English-Bangla Dictionary তে বলা হয়েছে, বিজ্ঞাপন করা বা দেওয়া; বিজ্ঞাপিত করা।² Advertise এর প্রতিশব্দ³ হল Announce (ঘোষণা করা বা জ্ঞাপন করা), broadcast (সম্প্রচার করা বা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করা), declare (সুস্পষ্টভাবে বা আনুষ্ঠানিকভাবে

জানানো), inform (জানানো বা জ্ঞাপন করা), notify (অবহিত, পরিজ্ঞাত, বিদিত, জ্ঞাপন করা বা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া), proclaim (ঘোষণা, উৎকীর্তন, অনুকীর্তন, প্রচার বা বিঘোষিত করা), promulgate (প্রচার করা), publish (প্রকাশ করা), make known (জানানো), publicise (প্রচার করা বা জনগণের গোচরীভূত করা), give notice (বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো), notification of dispatch of goods (পণ্যের গুণাগুণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দ্রুত জানানো)।^৪

বিজ্ঞাপন হল পণ্যের গুণাগুণ প্রচার করার একটি প্রক্রিয়া। বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞায় বাংলা সংসদ অভিধানে বলা হয়েছে, বিশেষভাবে জ্ঞাপন; ঘোষণা বা জনসাধারণকে জানাবার জন্য ঘোষণা বা লেখন।^৫ বিজ্ঞাপনের অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাংলা একাডেমীর Bangla-English Dictionary তে বলা হয়েছে, Advertisement (বিজ্ঞাপন), notification (প্রজ্ঞাপন), announcement (ঘোষণা), information (তথ্য বা উপাত্ত), communication (যোগাযোগ), notice (বিজ্ঞপ্তি), circular (বিজ্ঞপ্তি, ইশতেহার বা পরিপত্র), placard, bill (প্রকাশ্যে প্রদর্শনের জন্য লিখিত বা মুদ্রিত বিজ্ঞাপন; প্রাচীরপত্র; ঘোষণাপত্র বা পোস্টার), petition (আবেদন; প্রার্থনা; আকুল অনুরোধ)।^৬ Oxford Dictionary-তে একটি বিজ্ঞপ্তি, একটি পণ্য বা সেবা সম্পর্কে জনগণের সামনে চিত্র তুলে ধরাকে বিজ্ঞাপন বুঝানো হয়েছে।^৭

Marketing এর জনক Philip Kotler এর মতে, বিজ্ঞাপন হল কোন একটি প্রতিষ্ঠানের ধারণা বা সেবাসমূহ প্রচার বা উপস্থাপনা করা যার খরচ প্রতিষ্ঠান বহন করে থাকে।^৮ বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে The Institute of Practitioners in Advertising-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন পণ্যের সেবা বা গুণাগুণ প্রচারের মাধ্যমে প্ররোচিত করা হয়ে থাকে এবং যা সম্ভাব্য নিম্ন খরচের মধ্য সীমাবদ্ধ থাকে।^৯ বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অন্য কয়েকজন বিপণন বিশেষজ্ঞ বলেন, বিজ্ঞাপন হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে যোগাযোগের মাধ্যমে কোন উৎপাদন, ধারণা কিংবা কোন সেবা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সম্পর্কে উৎসাহ ও প্রেরণা প্রদান করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞাপনের আরেকটি কাজ হল বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে ঐ নির্দিষ্ট পণ্য সম্পর্কে আজ্ঞাবহ করা যাতে সবাই পণ্য বা সেবা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়।^{১০}

অতএব বিজ্ঞাপন বলতে বুঝায় পণ্যের প্রচার চালানোর একটি প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে বিক্রেতা বা উৎপাদনকারী পণ্যের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে সাধারণের মধ্যে প্রচারণা চালায়। এর ফলে ক্রেতারা পণ্যের ভাল-মন্দ যাচাই ও বাছাই করে পণ্য ক্রয় করতে পারে বা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিজ্ঞাপন কেবল পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যে কোন ধরণের প্রচারণার জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যম

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পণ্যের বহুমুখী বাজারজাতকরণকে লক্ষ্য করে বিক্রেতা বা উৎপাদনকারী পণ্যের বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন তৈরি করে থাকে। তবে বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও প্রচারে কিছু স্বীকৃত নীতিমালা রয়েছে। পণ্যের অগ্রগতি সাধন, নতুন পণ্যের পরিচয় প্রদান, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান, ব্যবসায়িক সুনাম ও সংস্থার পরিচিতি, কারবারীদের সহায়তা ও ক্রেতাদের উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞাপন সাধারণত পণ্যের প্রচারনাই বেশী করে থাকে। তবে হাল আমলে কোন কোন ব্যক্তি, সংগঠন কিংবা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোও

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচারণা করে থাকে। ব্যক্তি, সংগঠন কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোর বিজ্ঞাপনে কোন কোন ক্ষেত্রে মিথ্যার ফুলঝুড়ি, অসত্য কিংবা তথ্য গোপন করার প্রবণতা দেখা যায়। এ প্রবণতা সমাজকে এক অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে ধাবিত করছে। বিজ্ঞাপনের দিকে মানুষ এতটাই ধাবিত হচ্ছে যে, যে কোন কাজ কিংবা পণ্যের প্রচারণায় বিজ্ঞাপন বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে বিজ্ঞাপনের নানান মাত্রা চোখে পড়ছে। বিজ্ঞাপনের বাণিজ্যিক মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিলাসবহুলতা ও অর্থের অপচয় হতে দেখা যায়। বিজ্ঞাপন নির্মাতাদের পেশাদারিত্বের অভাব, দক্ষতার অভাব কিংবা যথাযথ বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের অভাবের ফলে অযাচিত অনেক বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের গুণ ও মান হারানোর পাশাপাশি অশ্লীলতা ও বিকৃত রুচির দিকে প্রসারিত হচ্ছে। এ অবস্থা অলি-গলি থেকে শুরু করে মোবাইলের স্ক্রীনেও ভাসছে।

তাত্ত্বিকভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারের কয়েকটি মাধ্যম থাকলেও বর্তমানে বিপণন সেই তাত্ত্বিকতার উপরে আর নির্ভরশীল নয়। বিজ্ঞাপন নির্মাতা, কোম্পানি কিংবা ব্যক্তি বিশেষের বিজ্ঞাপনের ধরন ও রকমে ভিন্নতা এসেছে।^১ যে যেভাবে পারছে বিজ্ঞাপন তৈরি করছে ও তা প্রচার করছে। সে ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের ধরন হয়ত এক ধরনের হয় আবার ব্যক্তি বিশেষের প্রচারণামূলক বিজ্ঞাপনের মাত্রা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন হয়ে থাকে যেমন দেয়ালচিত্র লিখনের মাধ্যমে, বিলবোর্ড, রাস্তায় রাস্তায় প্রদর্শনী, বিভিন্ন সেতু কিংবা উড়াল সেতুতে লিখনচিত্র, লিফলেট, বেতারে প্রচারণা, সিনোমা মাধ্যমে প্রচারণা, বিভিন্ন টেলিভিশনে প্রচারণা, ওয়েব পেজে প্রচারণা, ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, মোবাইল বার্তা মাধ্যমে প্রচারণা, ম্যাগাজিনে প্রচারণা, নিউজপেপারে, বিভিন্ন বাসে লিখনচিত্র, রিক্সা, অটোরিক্সা, টেম্পু, ট্যাক্সি ক্যাবে কিংবা বিভিন্ন ধরনের যানবাহনে প্রচারণা, স্টিকার এবং ফেস্টুনের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়ে থাকে।

বিজ্ঞাপনে নারীর অশ্লীল ব্যবহারের আধিপত্য

বিশ্বায়নের ছোয়া বাংলাদেশেও সকল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। পণ্য বিক্রির জন্য কিংবা অন্য যে কোন প্রচারণায় বিজ্ঞাপনকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞাপন নির্মাণ কেন্দ্রিক পেশাদারিত্বের ছোয়াও কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। তবে বিজ্ঞাপন নির্মাতাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ক্রেতা, ভোক্তা কিংবা যাদেরকে উদ্দেশ্য করে বিজ্ঞাপন তৈরি করা হয় সেই অভীষ্ট শ্রেণীকে আকৃষ্ট করা। এ ক্ষেত্রে অনৈতিকতা, মিথ্যা, প্রতারণা, নকলের আধিপত্য, বেহায়াপনা, যৌন আবেদনময়ীতা কিংবা কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন তৈরীতেও পিছপা হয় না। সে হোক নারীকে উপস্থাপন করে কিংবা নারীকে খোলামেলা দৃশ্যে মিডিয়ার সামনে এনে। বিজ্ঞাপনের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে বর্তমানে প্রায় সকল পণ্যের বিজ্ঞাপনেই নারীর উপস্থাপন করা হচ্ছে। পণ্যের ব্যবহার কিংবা বাস্তবতার সাথে মিল থাকুক বা না থাকুক নারীর উপস্থাপনই একমাত্র বাস্তবতা। বিজ্ঞাপনে নারীর ব্যবহার ইসলামে গ্রহণযোগ্য হলেও^১ এর নামে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, পর্দাহীনতা কিংবা যৌনসূরসূরীকে কোনভাবেই

১ সূরা আল-ইমরানের ১০৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, “তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্যে নিষেধ করবে; তারাই সফলকাম।” এই আয়াতে নারীর অংশগ্রহণকে নিষেধ করা হয়নি। অতএব পুরুষের পাশাপাশি নারী যে কোন কাজেই অংশগ্রহণ করতে পারবে তবে তা হতে হবে ইসলামী রীতি-নীতি ও সকল রকমের আমলকে অনুসরণ করে। এই আয়াতকে সামনে নিয়ে বিজ্ঞাপনে নারীর অংশগ্রহণকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। (Essays, “The Islamic Principles of Advertising Marketing Essay”, November 2018, UK,) বিজ্ঞাপনে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে আরও দলিল দিয়ে উক্ত প্রবন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোকে সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে। (৩৩ঃ৯৯, ৩৩ঃ৩৩, ২৪ঃ৩৩, ২৪ঃ৩১, ২৪ঃ৬০, ৩৩ঃ৫৯) ইরানে বিভিন্ন ফ্যাশন শোতে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে এক প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিভিন্ন পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। (Kambiz

বৈধতা দেয় না। বাস্তবতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যাতে সবার ধারণা জন্মেছে নৈতিকতার বাইরে গিয়েও যেন বিজ্ঞাপন তৈরি কিংবা প্রচার করতে হবে। এর ফলে সবার মধ্যই এই অসুস্থ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিজ্ঞাপনে অশ্লীল ও যৌন সুড়সুরি কিংবা নেতিবাচক সকল বিষয়কে অবৈধ ঘোষণা করার মাধ্যমে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়ে ইসলাম বন্ধপরিষ্কার।

নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিসেবা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনে যৌন আবেদন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় এসব রুচিহীন বিজ্ঞাপনের ফলে সমাজে যে অস্থিরতা দেখা দেয় তার নেতিবাচক প্রভাব আরও সুদূরপ্রসারী। যৌন আবেদন সৃষ্টিকারী বিজ্ঞাপনের ফলে হয়ত নির্দিষ্ট পণ্য কিংবা সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পায় বটে তবে সামাজিক দায়বদ্ধতা কোনভাবেই এড়াতে পারে না নির্দিষ্ট কোম্পানী কিংবা বিজ্ঞাপন নির্মানকারী প্রতিষ্ঠান। বিজ্ঞাপনে পণ্যের প্রচারণার পাশাপাশি এর ব্যবহার পদ্ধতি, কোন কোন উপাদেয় দিয়ে তৈরি (Ingredients of the products), ব্যবহারে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (Side effects for using products), প্রাপ্যতা, মূল্য ও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিও লক্ষ্য হওয়া উচিত। পণ্য কী কী উপাদান দিয়ে তৈরি সে বিষয়ে জনসাধারণকে জানানো কিংবা আশ্বস্ত করা বিজ্ঞাপন প্রচারের উদ্দেশ্য। এটা করতে গিয়ে অযাচিত, অহেতুক ও অশ্লীলভাবে নারীকে সম্পৃক্ত করা কাম্য নয়। পণ্যের বিজ্ঞাপনের নামে নারীর খোলামেলা দৃশ্যে অবতারণার প্রতিযোগিতা ইসলামে কোনভাবেই বৈধতা দেয় না।

বিজ্ঞাপনে নারীকে অশ্লীলভাবে উপস্থাপন: উদাহরণ ও পর্যালোচনা

বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিজ্ঞাপনে নারীর ব্যবহার এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছিয়েছে যে নারী ব্যতিরেকে বিজ্ঞাপন তৈরী করা সম্ভব না। বিষয়টা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে নারীকে যে কোন পণ্যের বিজ্ঞাপনেরই উপস্থাপন করতে হবে। না হলে বিজ্ঞাপন তৈরী কিংবা প্রচার করা যাবে না। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তরুণ সমাজের মধ্যে অসুস্থ চিন্তা-চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞাপনের নামে যৌন আবেদনময়ী এসকল কার্যকলাপ যুব সমাজ তথা তরুণ-তরুণীদেরকে বিপথে পরিচালিত করছে। শারীরিক আকর্ষণ, যৌন আচরণ, যৌনতায় উদ্ধুদ্ধকরণ, যৌন বিলাসী ও লৈঙ্গিক ভোদাভেদ বিজ্ঞাপনে বেশি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এই অবস্থা ধারাবাহিকভাবে চলার ফলে নতুন প্রজন্মের কাছে এই ধরনের দৃশ্য এক স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত হয়ে আসছে। যার ফলে সমাজ থেকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ হারাতে বসেছে। শালীনতা অনুপস্থিত হতে হতে অশ্লীলতাকে নান্দনিক কিংবা শৈল্পিক বলা শুরু হয়েছে। বিজ্ঞাপনে নারীর ব্যবহার এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছিয়েছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের মূল ভাষাই হারিয়ে যাচ্ছে। নারীর শরীর প্রদর্শন কিংবা অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করতে পারলেই বিজ্ঞাপন হয়ে যায়। একটি ছকের মাধ্যমে কতিপয় প্রাসঙ্গিক নমুনা পর্যালোচনা করা হলো :

Heidarzadeh Hanzae and Shahrzad Chitsaz “A review of influencing factors and constructs on the Iranian women’s Islamic fashion market” Interdisciplinary Journal of Research in Business, Islamic Azad University, Iran Volume-1, Issue 4, April 2011, p. 95; Bikramjit Rishi, Islamic Perspectives on Marketing and Consumer Behavior, Institute of Management Technology, Ghaziabad, India (Published by USA by Business Science Reference), 2015;

প্রচলিত বিজ্ঞাপনে নারী পর্যালোচনা		
১	সাবানের বিজ্ঞাপনে নারীকে উপস্থাপন	সাবানের বিজ্ঞাপনে নারীকে এ রকম খোলামেলা দৃশ্যে কিংবা আপত্তিজনকভাবে উপস্থাপন না করে শালীন ও সৌন্দর্যের প্রকাশ ভিন্নভাবে দেখানো যেত। সাবানে ব্যবহৃত উপাদান, ব্যবহারের ফলে উপকারিতা কিংবা গুণগত মান প্রচার করাই বেশি বাহুল্য ছিল। তাতে সাবানের প্রচারণা কোনভাবে ব্যাঘাত ঘটত না।
২	ফ্রিজের বিজ্ঞাপনের নারীকে উপস্থাপন	ফ্রিজের এই বিজ্ঞাপনটিতে দেখা যাচ্ছে নারীর খোলামেলা দৃশ্যে পুরুষের অন্তরঙ্গতা। এ ধরনের বিজ্ঞাপনে নারী-পুরুষের এরকম অন্তরঙ্গ প্রকাশ না করে মার্জিত, রুচিশীল ও নান্দনিক করা যেতে পারত। পাশাপাশি ফ্রিজের কমপ্রেশারের গুণ, মান ও মজবুত কিনা তা প্রচার করা।
৩	টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে নারীকে উপস্থাপন	টুথপেস্টের এই বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে নারী ও পুরুষের অন্তরঙ্গতা। এই বিজ্ঞাপনে নারীর অংশগ্রহণ ব্যতিরেকেও করা যেতে পারত আর বিশেষ কারণে নারীর অংশগ্রহণ প্রয়োজন হলেও নারী পুরুষের আলাদা-আলাদা দৃশ্যে ধারণ করা যেতে পারত। একইসাথে পেস্ট তৈরির উপাদান, দাঁতের কোন কোন অংশে কাজ করবে তার প্রচারণা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ছিল।
৪	দইয়ের বিজ্ঞাপনে নারীকে উপস্থাপন	দইয়ের বিজ্ঞাপনে একজন নারী মডেলকে দেখানো হচ্ছে। এমনভাবে তাকে উপস্থাপন করা হয়েছে সে দই খাচ্ছেও না কিংবা দেখছেও না। এই মডেলের রূপ-লাবন্যকেই কেবল উপস্থাপন করা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে দইয়ের বিজ্ঞাপনে কেন কেবলমাত্র নারীকে উপস্থাপন করা হবে? দই কী কেবল মহিলারাই খায়? এবং খাওয়ার দৃশ্য উপস্থাপন না করে নারীর সৌন্দর্যকে উপস্থাপন করার কী উদ্দেশ্য রয়েছে। দই তৈরির উপাদান কিংবা দই খাওয়ার উপকারিতা বর্ণনা করা যেতে পারত।
৫	শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে নারীর ব্যবহার	শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন নারীকে ব্যবহার করা হচ্ছে এটাকে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হলেও এই দৃশ্যে নারী মডেলদের খোলামেলা দৃশ্যে ইসলামি চেতনা ও মূল্যবোধের পরিপন্থী।
৬	ভীট (শরীরের অবক্ষিত লোম দূর করার ক্রীম)-এর বিজ্ঞাপনে নারীর ব্যবহার	ভীটের বিজ্ঞাপনে নারীর খোলামেলা দৃশ্যে রুচিহীনতার পরিচয় বহর করে। নারীর চুল কিংবা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোলামেলা পর্দায় উপস্থাপন না করে সাদামাটা বিজ্ঞাপন তৈরি করা যেতে পারত।
৭	পন্ডস (ত্বক ফর্সা করার ক্রীম)-এর বিজ্ঞাপনে নারীর ব্যবহার	পন্ডস-এর বিজ্ঞাপনে নারী মডেল স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেলেও নারীর মুখমণ্ডল ব্যতিরেকে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নগ্নতা আপত্তিজনক।
৮	সাবানের বিজ্ঞাপনে নারীর ব্যবহার	আলোচ্য সাবানের বিজ্ঞাপনে নারী ও পুরুষের অন্তরঙ্গতা যে কোন মহলেই প্রশ্ন সাপেক্ষ। নারী ও পুরুষ মডেলরা এখানে বিজ্ঞাপনের নামে কিংবা সাবান ব্যবহারের নামে তা কেবল আপত্তিজনকই নয় অশ্লীল ও অনৈতিকও বটে। একজন নারী ও পুরুষ ক্যামেরার সামনে এ রকম দৃশ্যে নগ্ন হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কী? বিপণন বিশ্লেষক, বাজার বিশ্লেষক কিংবা নারীবাদি যে কেউ এই বিষয়গুলোকে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হিসেবে দাবী করে তা ভাববার বিষয়।
৯	বিজ্ঞাপনে নগ্নতা	এই বিজ্ঞাপনটিতে দেখানো হচ্ছে অর্ধ শরীরের পূর্ণাঙ্গ নগ্নতা। এটা দেখে যে কারো যৌন আবেদন সৃষ্টি করবে।
১০	বিজ্ঞাপনে নারীর খোলামেলা দৃশ্য	এই বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে নারীর অর্ধ-নগ্ন ছবি যার মাধ্যমে একটি বহুজাতিক পণ্যের বিজ্ঞাপন তৈরী করা হয়েছে।

উপরোক্ত সকল বিজ্ঞাপনের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে নির্দিষ্ট পণ্যের সাথে নারীর সংশ্লিষ্টতা কমই পাওয়া যাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলেও সেখানে নারীদেরকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে সমাজে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা কিংবা যৌন আবেগময়ীতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিজ্ঞাপনের নাম করে এ সকল অশ্লীলতা ও কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন নির্মান সমাজকে অস্থির করারই একটি অপকৌশল। যার মাধ্যমে সমাজে অসামাজিকতা, ইভটিজিং কিংবা ধর্ষনের মত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।

বিজ্ঞাপনে নারীর সংশ্লিষ্টতা: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম একটি আদর্শ ব্যবস্থা যেখানে মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল কিছু নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামের দেওয়া বিধান মানব জীবনের জন্য আশির্বাদস্বরূপ। দীর্ঘ ১৫০০ বছর পূর্বে ইসলামের আগমন হলেও ইসলামের দেওয়া বিধান ও নির্দেশনাবলী বর্তমান সময়েও সবচেয়ে যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত। ইসলামের দেওয়া বিধানগুলি নিয়ে বর্তমানে গবেষণা করে এর যথার্থতা ও কার্যকারীতা পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞাপনের বিষয়ে ইসলামে প্রত্যক্ষভাবে বলা না হলেও ইসলামের নীতিমালাকে পর্যালোচনা করলে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়। পাশাপাশি ইসলামী মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞাপন নীতিমালা তৈরির উপর গুরুত্ব দেয়। আবার বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে অপচয় কিংবা বিলাসীতাকে বৈধতা দেয় না। বর্তমানে বিজ্ঞাপনের মাত্রা ও প্রসারতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনৈতিকতা, কপটতা, প্রতারণা, ভেজাল, মিথ্যাচার, অনাচার, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, কুরুচিপূর্ণ, বিলাসীতা এবং সৃষ্টিশীলতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ইসলামের দেওয়া নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করলে সমাজে শান্তি বিরাজ করবে। পাশাপাশি মুক্ত বাণিজ্যের অশুভ ছোয়া থেকে সমাজ রক্ষা পাবে। বিজ্ঞাপনের আধিক্যের জন্য যে সকল নেতিবাচক অবস্থা তৈরী হয়েছে তা থেকে উত্তরণের জন্য ইসলামী চেতনা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনাবলী সবার জানা থাকলে ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি বিপণন ব্যবস্থাপনায় সুস্থতা ফিরে আসবে। একইসাথে অসম প্রতিযোগিতা ও পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থার অশুভ শক্তির আধিপত্য কমে আসবে। সে লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে ইসলামের দেওয়া বিধি-নিষেধ নিজে উপস্থাপন করা হল। যা অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যে দিয়ে একটি আদর্শ বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

বর্তমানে বিজ্ঞাপনে পর্দাহীনতা, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা বিরাজ করছে। যার ফলে যুব সমাজের মাঝে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিজ্ঞাপনে ইসলামী নীতি ও আদর্শ মোতাবেক শালীন পোষাক পরিধান করে বিজ্ঞাপন প্রচার করার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। পর্দা মু'মিন নারীর সতিত্ব রক্ষার হাতিয়ার। পর্দাহীন অবস্থায় থাকলে মানুষের নজরে বেশী আসে একইসাথে পুরুষের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। এ থেকেই অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে শুরু করে ব্যভিচার, ধর্ষণ কিংবা ইভটিজিং-এর মত অপরাধ বেশী বেশী সংগঠিত হয়ে থাকে। পর্দা ও লজ্জাস্থানকে হেফাজত করার বিষয়ে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন, “মু'মিনদিগকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংগত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।”^{২২} পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে, “আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে

বেড়াইবে না। তোমরা সালাত কায়ম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।”^{১৩}

অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সতর্ক করে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “যখন তারা কোন অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে এটা করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে এটার নির্দেশ দিয়েছেন।’ বল, ‘আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলতেছ যা তোমরা জান না?’^{১৪} অন্য এক সূরায় মু’মিনদেরকে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে দূরে থাকার বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “হে মু’মিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। কেহ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেহই কখনও পবিত্র হতে পারতে না, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”^{১৫}

যারা পাপকার্য ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকে তাদের ক্ষমা করার বিষয়ে পবিত্র কুরআন শরীফের অন্য এক সূরায় বলা হয়েছে, “যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধবিষ্ট হলে ক্ষমা করিয়া দেয়,^{১৬} আয়াতে অন্যত্র বলা হয়েছে, “আর যিনার নিকটবর্তী হইও না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।”^{১৭}

লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার মধ্যে মানুষের সৌন্দর্যবোধ বৃদ্ধি পায়। রূপ-লাবণ্য প্রকাশ না করে ঢেকে রাখলে একদিকে যেমন ত্বক ভাল থাকে একইসাথে অশ্লীলতা বা অশালীনতা থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়। শরীরের স্পর্শকাতর স্থাগুলো ঢেকে রাখা ও এর হেফাজত রাখার বিষয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “আর মু’মিন নারীদিগকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফায়ত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীভা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কাহারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু’মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”^{১৮}

মু’মিন নর ও নারীর পরিচয় দিতে গিয়ে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, “যারা নিজেদের যৌন অংগকে সংগত রাখে।”^{১৯} যেসব নারী ও পুরুষ সততার চর্চা করে ও নিজেদেরকে সকল প্রকার অশ্লীলতা ও যৌনতা সৃষ্টি থেকে দূরে থাকে তাদের বিষয়ে সুসংবাদ দিয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌন অংগ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী—এদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।”^{২০}

মানুষ যেন অন্যের সম্মুখ নষ্টের কারণ না হতে পারে সে কারণে প্রতিরোধ ও প্রতিকল্পের ব্যবস্থা স্বরূপ নারী-পুরুষের জন্য আলাদা পর্দার বিধান রাখা হয়েছে। ইসলাম সকল প্রকার অশ্লীলতাকে

নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং মানুষ যে কোন উপায়ে যেন অশ্লীলতা থেকে বাঁচতে পারে তার পথও স্পষ্ট করে দিয়েছে। অশ্লীলতার সূচনা অনেক ক্ষেত্রেই অসংযত চাহনির মাধ্যমে ঘটে। তাই ইসলাম ‘পর্দা’^{২১} সহকারে সকল পুরুষ ও নারীদেরকে চলতে বলে। অসংগত দর্শন ও প্রদর্শন যৌনতাকে উসুকে দেয় যা গুরুতর পাপ। আল-কুরআনের অন্যত্র এসেছে, “হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদ, এটা সর্বোৎকৃষ্ট। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।”^{২২} এ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে, “হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু’মিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”^{২৩}

আদিম যুগে মানুষ উলঙ্গ থাকত কিংবা বেহায়াপনার চর্চা ছিল। সেজন্য তাদেরকে বলা হত বর্বর। যুগে যুগে মানুষ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সামাজিক শৃংখলায় আবদ্ধ হয়েছে। যৌনতায় এসেছে শৃংখলা। নানান ধরনের ধর্মীয় বিধান প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে সুস্থ ও শালীন সামাজিকতা সবার মধ্যে গ্রহণযোগ্যভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। নানান ধরনের পোষাক ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে লজ্জাস্থান ঢাকাসহ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থার শৃংখলা আনয়ন করেছে। সামাজিক সেই শৃংখলা বা সাংস্কৃতিক সুস্থতাকে কেউ কেউ অসুস্থ করে তুলছে। বিনোদনের নামে কিংবা বিজ্ঞাপনের নামে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, কুরুচীপূর্ণ ও অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি করছে।

বেহায়াপনা ও অশ্লীলতাকে নিরুৎসাহিত করে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, “বল, ‘নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা-যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নাই, এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।’”^{২৪} অশ্লীলতা যৌনতাকে উসুকে দেয়। তাই এ থেকে মু’মিন মুসলমানকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, “আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।”^{২৫} বিজ্ঞাপন প্রচারের মত পেশায় কাজ করতে গিয়ে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা কিংবা যৌনতা ছড়িয়ে দেওয়া কোনভাবেই মু’মিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এ বিষয়ে সতর্ক করে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “যারা মু’মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মভুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।”^{২৬}

ইসলামী শরীয়ত যিনার শাস্তি স্বরূপ বিধান প্রবর্তন করেছে। আয়াতে এসেছে, “ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী-তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু’মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।”^{২৭} মানুষের মনে কখন যৌন বাসনা আসে তা বলা মুশকিল। তাইতো সকল পর্যায়ের মানুষকে শালীনভাবে চলার তাগিদ দেওয়া হয়েছে আল-কুরআনে। বয়স্ক নারী যাদের যৌন ক্ষমতা নেই তাদের চলাফেরা ও পর্দার ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ

নাই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্ভাষা খুলে রাখে; তবে তা হতে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”^{২৮} স্ত্রীলোকের পর্দা শালীনতা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে। হযরত নবী করিম (সা). বলেছেন, “স্ত্রীলোক হল আওরাত, যখন (রাস্তা-ঘাটে) বের হয় তখন শয়তান তার দিকে উঁকি মেরে তাকিয়ে থাকে। আর যে স্ত্রীলোক ঘরের ভিতরে অবস্থান করে সে আল্লাহর রহমতের অধিকতর নিকটবর্তী। (তিরমিযী) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, স্ত্রীলোক আওরাত, সে বেপর্দাভাবে বাইরে চলাফেরা করলে শয়তানের দৃষ্টিতে পতিত হয়। আর পর্দা রক্ষা করে ঘরে থাকলে আল্লাহর রহমতলাভে ধন্য হয়।”^{২৯} এ সকল নির্দেশনার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা পায় সমাজের সকলের মাঝে ভারসাম্য। আর এর মধ্য দিয়ে ইসলাম মানুষের সম্বন্ধে নিরাপত্তা রক্ষা করার এক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইসলামের দেওয়া বিধান সকলকে সুরক্ষা করবে আর এ অধিকার সুরক্ষায় ইসলামের এমন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ অন্য যে কোন ব্যবস্থার চেয়ে কার্যকরী।

মানব জাতিকে সকল প্রকার যুলুম ও বেহায়াপনা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় কর যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।”^{৩০} অশ্লীলতা পরিহার ও সীমালংঘন করা থেকে মানুষকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।”^{৩১} এ বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে আল-কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে, “এটা আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।”^{৩২} আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে, “দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় ঘটাইও না, তাঁকে ভয় ও আশার সাথে ডাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।”^{৩৩} এ বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে আরও বলা হয়েছে, “মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে; যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আঙ্গাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।”^{৩৪}

বর্তমান ধারার বিজ্ঞাপনে মিথ্যার ফুলঝুড়ি থাকে। এ সকল মিথ্যা ভোক্তাকে বিভ্রান্ত করে থাকে। মিথ্যা তথ্য ও শপথের মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করার যে অপপ্রয়াস তা বন্ধে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা আবশ্যিক। ইসলামের নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী কর্তৃপক্ষ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। মিথ্যা শপথ ও অংগীকার সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “তোমরা আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করিও যখন পরস্পর অংগীকার কর এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের যামিন করে শপথ দৃঢ় করবার পর তা ভংগ কর না। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।”^{৩৫} মিথ্যা তথ্য আদান-প্রদান, মিথ্যা শপথ কিংবা অংগীকার করা অথবা পেচালোভাবে কথা বলা সম্পর্কে আল-কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে, “হে মু’মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও এটা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিভবান হইক অথবা বিভবহীন হউক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তো তার সম্যক খবর রাখেন।”^{৩৬}

বিজ্ঞাপন তৈরীর সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকেই মিথ্যা তথ্য ও ধোঁকবাজির সাথে জড়িত। এ সকল ধোঁকবাজির কারণে সাধারণ মানুষ প্রতারিত হচ্ছে। ইসলামের নীতিমালা পর্যালোচনা করে দেখা যায় ভোক্তাকে ঠকানো ও প্রতারণার সাথে যারা জড়িত তাদের জন্য কঠোর হুশিয়ারীর কথা বলা হয়েছে। হাদীসশাস্ত্র পর্যালোচনা করে এ রকম নির্দেশনা পাওয়া যায়। আবুল আশআস (র.).....হাকী ইব্ন হিয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে যতক্ষণ না তাদের একজন অপরজন থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা যদি সততা অবলম্বন করে এবং উভয়ে নিজ নিজ বস্তুর দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, তবে উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত মুছে দেয়া হবে।^{৭৭} অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আওফা (রা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি নকল ক্রেতা সেজে (অতিরিক্ত মূল্যে বলে আসল ক্রেতাকে) ধোঁকা দেয় সে সুদখোর ও খেয়ানতকারীর সমান। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রতারণার ঠিকানা জাহান্নাম।”^{৭৮} প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা সম্পর্কে হাদীসে আরও বলা হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।^{৭৯} মিথ্যা তথ্যদানকারী ও অহংকারীদের সম্পর্কে হাদীসে আরও এসেছে। হযরত হারেছা ইবনে ওহাব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “অহংকারী ও অহংকারের মিথ্যা ভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।”^{৮০} মিথ্যা তথ্য প্রদানকারী ও মানুষকে ঠকানোর মত কাজে যারা নিয়োজিত তাদের সম্পর্কে হাদীসে নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে। হযরত সুফিয়ান ইবনে উসাইদ আল হাদরামী (রা.) হতে বর্ণিত, “তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হল তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে এমন কথা বলবে, যা সে সত্য বলে গ্রহণ করবে। অথচ তাকে মিথ্যা বলেছে।”^{৮১} ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা সম্পর্কে রাসূল (সা.) আরও সতর্কবানী দিয়েছেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) খাদ্য শস্যের একটি স্ত্রুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি স্ত্রুপের মধ্যে হাত ঢুকালেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো আর্দ্র দেখতে পান। তিনি বললেন: হে খাদ্যশস্যের মালিক। এটা কি? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল। এতে বৃষ্টি পড়েছিল। রাসূল (সা.) বললেন: কেন তুমি ভিজা অংশ খাদ্যশস্যের উপরে রাখনি যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়। যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না।^{৮২}

ধোঁকা ও প্রতারণা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত হাদীস রয়েছে যেখানে ব্যবসায়িক নীতি-নৈতিকতার বিষয়গুলো খুব স্পষ্টাকারে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা ইব্ন মুহাম্মদ (র.)আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বাজারে পণ্য আমদানী করে আল্লাহর নামে কসম খেল যে, এর এত দাম লাগান হয়েছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা কেউ বলেনি। এতে তার উদ্দেশ্য সে যেন কোন মুসলিমকে পণ্যের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলতে পারে।^{৮৩} এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়। যেখানে বলা হয়েছে, “যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে চাইবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না; তাদের জন্য মর্মস্ফুদ শাস্তি

রয়েছে।”^{৪৪} এ সম্পর্কে অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক সাহাবী নবী (সা.) এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, তাকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেওয়া হয়। তখন তিনি বললেন, যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলে নিবে কোন প্রকার ধোঁকা নেই।^{৪৫}

আল্লাহর কসম ও শপথ ব্যবহার করে যারা মানুষের সামনে হাজির হয় তাদের সম্পর্কে ইসলামী নির্দেশনা রয়েছে। অহেতুক এমন সব বাইয়াত করে যা অন্য মানুষকে পণ্য কিনতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে সে সম্পর্কে হাদীসে নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে। মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র.)....কায়স ইবন আবু গারায়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা মদীনায় ক্রয়-বিক্রয় করতাম। আমরা নিজেদেরকে ‘সামাসেরাহ’ (দালাল) বলতাম, আর অন্য লোকও আমাদেরকে তাই বলত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিকট দিয়ে যাবার সময় উক্ত নাম অপেক্ষা সুন্দর নামে আমাদেরকে আখ্যায়িত করলেন। তিনি বললেনঃ হে ব্যবসায়ীগণ! তোমাদের এ ব্যবসা কাজে অপ্রয়োজনীয় কথা এবং কসম সংযোজিত হয়, অতএব তোমরা ব্যবসা করার সঙ্গে দান-খয়রাতও করবে।^{৪৬} অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের দিকে তাকাবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। সেদিন তাদের জন্য থাকবে কঠিন শাস্তি। পথে যে ব্যক্তির কাছে অতিরিক্ত পানি আছে অথচ (প্রয়োজনে) অন্য পথিককে সে তা দেয় না। অপর ব্যক্তি হল যে ব্যক্তির (ইহসানের) কাছে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ করে। কিন্তু একমাত্র পার্থিব স্বার্থের জন্যই সে তার কাছে বাইয়াত করে। তার ইচ্ছামত ও আকাংখা পূরণ করে তাকে দিলে সে (বাইয়াত) পূরণ করে অন্যথায় পূরণ করে না অর্থাৎ বাইয়াত ভঙ্গ করে। আরেক ব্যক্তি হল, কোন জিনিস খরিদ করতে গিয়ে আল্লাহর কসম করে বলে যে, সে এটা কিনতে এত কিংবা এত মূল্য দিয়েছে। আর তা শুনে খরিদকার ঐ জিনিস খরিদ করে নেয়।”^{৪৭} মিথ্যা শপথ ও কসম সম্পর্কে হাদীসে আরও বলা হয়েছে। হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র.) ...আবু কাতাদা আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছেন: তোমরা বিক্রয়কালে অত্যধিক কসম খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা তা দ্বারা মাল তো খুব কাটতি হয়, কিন্তু (বরকত না থাকায়) আয় কমিয়ে দেয়।^{৪৮} কসম করে পণ্য বিক্রি করলে আপাতদৃষ্টিতে লাভজনক মনে হলেও তা প্রকৃতপক্ষে আয় কমিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) সূত্র থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কসম মালের কাটতি বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু আয় কমিয়ে দেয়।^{৪৯}

লজ্জা ও শালীনতা ইসলামের ভূষণ। নারী-পুরুষ সকলে শালীনভাবে চলাফেরার মধ্যে দিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করবে। যার মধ্যে দিয়ে একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গঠিত হবে। হাদীসে এসেছে, য়ায়েদ ইবন তালহা ইবন রুকানা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রতিটি ধর্মেরই একটি স্বভাব রয়েছে, আর ইসলামের স্বভাব হল লজ্জা।^{৫০}

কুতায়বা (র.)... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) বলেছেন, (দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে) দালালী করতে নিষেধ করেছেন।^{৫১} অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে। হযরত সুলায়মান ইবন হারব (র.)...হাকীম ইবন হিয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য কথা বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং

দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে।^{৫২} অতিরিক্ত ব্যবসার উদ্দেশ্যে গাছের ফল পূর্বে সংগ্রহ করাও ইসলামে নিষেধ রয়েছে। হাদীসে এসেছে, মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন গাছের ফল ক্রয়-বিক্রয় করতে, যতক্ষণ না খাবার উপযোগী হয়।^{৫৩}

বর্তমান গবেষণার গুরুত্ব ও ফলাফল

“বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনে নারী: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি” শীর্ষক প্রবন্ধটি গবেষণা জগতে এক নতুন দিকনির্দেশনা জ্ঞাপক কাজ যেখানে প্রচলিত বিজ্ঞাপনে নারীর অহেতুক সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে। বিজ্ঞাপনে নারীকে সংশ্লিষ্ট করে মিথ্যা তথ্য, অহেতুক কথাবার্তা ও অশালীনভাবে উপস্থাপন করার বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর ফলে সমাজে বিভিন্ন রকম ইভটিজিং, যৌন উত্তেজনা, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, বেহায়াপনা, পর্দাহীনতা, ব্যভিচার, পরকীয়া, পর নারীর প্রতি আসক্তিসহ নানা রকমের অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অসামাজিক এ সকল কার্যকলাপ বন্ধে ইসলামী নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে যার মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে ইসলামিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে পণ্য উৎপাদনের চেয়ে পণ্যের বিজ্ঞাপন বাবদ বরাদ্দ বেশী রাখা হচ্ছে। ইসলাম এ ধরনের ব্যবসাকে নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি সকল অসামাজিক কার্যক্রম বন্ধে দৃঢ় পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছে। বর্তমান গবেষণার আলোকে সরকারের উর্ধ্বতন মহল এ সকল কার্যক্রম বন্ধে পদক্ষেপ নিবে একইসাথে সাধারণ জনগণ এ ব্যাপারে সচেতন হবে। অহেতুক বিজ্ঞাপন দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে পণ্যের গুণগত বিষয়গুলো যাচাই-বাছাই করে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিবে। একইসাথে বর্তমান প্রবন্ধ থেকে পুঁজিবাদের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে জানার পাশাপাশি ইসলামের করণীয় দিক সম্পর্কে জ্ঞাত হবে।

বর্তমান গবেষণার সীমাবদ্ধতা

“বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনে নারী: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি” শীর্ষক প্রবন্ধটি গবেষণাগারে (Labrotory) তে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা হলে আরও বেশী কার্যকর গবেষণা হতো। বিজ্ঞাপনে নারীর সংশ্লিষ্টতা কী পরিমানে তা যদি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে যদি দেখানো সম্ভব হতো তাহলে গবেষণাটি আরও বেশী গ্রহণযোগ্য হত। তদুপরিও বর্তমান গবেষণা থেকে উদ্ভূত হয়ে এ বিষয়ে আরও নতুন নতুন গবেষণা হতে পারে যেখানে বিজ্ঞাপন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় নিয়ে কাজ হতে পারে।

উপসংহার

বিশ্বায়নের প্রভাবে বিজ্ঞাপনকে অস্বীকার করার যেমন সুযোগ নেই তেমনি এই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী ছোয়া কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। পুঁজিবাদী অশুভ ছোয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্য বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করতে পারছে না। বড় বড় কোম্পানীগুলোর প্রতিযোগিতার দৌরাত্মের ফলে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে যথাযথ পণ্যের সন্ধান। অসৎ বিজ্ঞাপনের ছোয়া সাধারণ মানুষকে তাদের নির্দিষ্ট পণ্যের দিকে আকৃষ্ট করছে কোন না কোনভাবে। পাশ্চাত্যের সকল সংস্কৃতি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ না করে এর ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করে নেতিবাচক বিষয়কে পরিহার করে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে হবে। আমাদের সংস্কৃতির সাথে

ধর্মীয় মূল্যবোধের সমন্বয় করে একটি পরিপূর্ণ আদর্শ সমাজ গড়া সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিচক্রকে ভেঙ্গে ইসলাম আদর্শ বাজার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সময়ের দাবী। যেখানে সকল ভোক্তা তাদের পছন্দ অনুযায়ী যথাযথ পণ্য কিনতে পারবে। কেননা ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যাকে পরিপূর্ণরূপে আকড়ে ধরলে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত হয়। ইসলামে অশ্লীলতাকে কোনভাবেই বৈধতা দেয় না। কেননা অশ্লীলতা থেকেই বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা ও অসামাজিক কাজের উদ্ভব হয়। সমাজের রন্ধে রন্ধে অপরাধ ছড়ানোতে এসব অশ্লীলতা অনেকাংশেই দায়ী। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পথ রুদ্ধ করা প্রয়োজন। ব্যভিচার যে অতি জঘন্য পাপ সমাজে তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধে এর উৎস বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলে সমাজ থেকে অনেক অপরাধ সহজেই নির্মূল করা সম্ভব। আল-কুরআনের আয়াতে এসেছে, “তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যের নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত তবে তাদের জন্য ভাল হইত। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।”^{৫৪}

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

- ১ Zillur Rahman Siddiqui Editor, *Bangla Academy English-Bengali Dictionary*, (Dhaka: Bangla Academy, First Edition, August 1993, Forth Reprint June 2011), p. 14
- ২ Ibid, p. 14
- ৩ *Dictionary of Synonyms and Antonyms*, (Delhi: Oxford & IBH Publishing Pvt. Ltd, Co. Third Print, 1994), p. 8
- ৪ Zillur Rahman Siddiqui (Ed), Ibid
- ৫ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্করণ; ১৯৯৯), পৃ. ৪০৬
- ৬ Mohammad Ali (ed.), *Bangla Academy Bengali-English Dictionary*, (Dhaka: Bangla Academy, First Edition: June 1994, Thirteen Print- October 2001), p. 542
- ৭ Sally Wehmeier (ed), *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (UK: Oxford University Press, Sixth edition-2005, International Students Edition), p. 801
- Philip Kotler, *Principle of Marketing*, (USA: Pearson Education, Tenth edition, 2005-2006), p. 494
- ৯ Frank Jekins, *Advertising* (revised by Daniel Yadin), (USA: Pearson Education Limited, Forth edition, 2000), p. 5
- ১০ Advertising is a form of communication intended to persuade an audience (viewers, readers or listeners) to purchase or take some action upon products, ideas, or services. Advertising can also serve to communicate an idea to a large number of people in an attempt to convince them to take a certain action. -Sheikh Majedul Huq et al., “Unethical Practices of Advertising in Bangladesh: A Case Study on Some Selective Products” *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, Volume 4, No. 1, 2016, p. 13
- ১১ অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, *বাজারজাতকরণ: দর্শন ও প্রযুক্তির অব্যবসায়িক প্রয়োগ*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৬, পৃ. ৪৯
- ১২ *আল-কুরআন*, ২৪ : ৩০

- ১৩ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
আল-কুরআন, সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৩
- ১৪ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৮
- ১৫ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
আল-কুরআন, সূরা নূর, ২৪ : ২১
- ১৬ وَالَّذِينَ يَحْتَبِئُونَ كِبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ
আল-কুরআন, সূরা শুরা, ৪২ : ৩৭
- ১৭ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْمَةً كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
আল-কুরআন, ১৭ : ৩২
- ১৮ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَصْوَاحِهِنَّ وَيَحْتَنِظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُدُّهُنَّ عَلَى خِصْيِهِنَّ وَلَا بِيَدَيْنِ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الصِّبْيَانِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
আল-কুরআন, ২৪ : ৩১
- ১৯ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُوجُوهِهِمْ حَافِظُونَ
আল-কুরআন, সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৫
- ২০ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
আল-কুরআন, সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৫
- ২১ সাধারণত পর্দা মানে আবরণ যা দৃষ্টিপথে বাধা সৃষ্টি করে। ইসলামের পরিভাষায় পর্দা বা হিজাব হলো এমন আবরণ যা অঙ্গ দর্শন ও প্রদর্শনে বাধা সৃষ্টি করবে
- ২২ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ يَتَزَوَّجُ مِنْهَا لِيَنسَاهَا لِيَمْسَاحَ سَوَاعِدَهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
আল-কুরআন, ৭ : ২৬
- “হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে-যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত হতে বহিস্কৃত করেছিলে, তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা। যারা ঈমান আনে না, শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি।” আল-কুরআন, ৭ : ২৭
- ২৩ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُحْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
আল-কুরআন, ৩৩ : ৫৯
- ২৪ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
আল-কুরআন, ৭ : ৩৩
- ২৫ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
আল-কুরআন, ১৬ : ৯০

- ٢٦ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
আল-কুরআন, সূরা নূর, ২৪ : ১৯
- ٢٧ الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
আল-কুরআন, ২৪ : ২
- ٢٨ وَالنِّسَاءُ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ كِتَابًا فَلَيْسَ عَلَيْنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
কুরআন, ২৪ : ৬০
- ২৯ মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব জিরাইলী, নারীদের মাসআলা মাসায়েল, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৩, পৃ. ৪৯
- ٣٠ وَإِنَّمَا تَأْتُوا الْقَنَاطِيرُ اثْنَتَا عَشْرَةَ فَأُنزِلَتْ عَلَيْكُمْ أُنثَىٰ فَاتَّبَعْنَاهَا فَرِحْنَا وَبَرِحْنَا وَكُنَّا فِي ظُلُمٍ أُكْتَمٍ
আল-কুরআন, সূরা আনফাল, ৮ : ২৫
- ٣١ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
আল-কুরআন, সূরা নাহল, ১৬ : ৯০
- ٣٢ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
আল-কুরআন, সূরা কাসাস, ২৮ : ৮৩
- ٣٣ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫৬
- ٣٤ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
আল-কুরআন, সূরা রুম, ৩০ : ৪১
- ٣٥ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ
আল-কুরআন, সূরা নাহল, ১৬ : ৯১
- ٣٦ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَأِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
আল-কুরআন, সূরা নিসা, ৪ : ১৩৫
- ৩৭ ইমাম আবু আবদির রাহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ (র.), মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী কর্তৃক অনূদিত, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন-২০০৪, হাদীস নং-৪৪৬৫, পৃ. ২৮৬
- ٣٨ قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ: أَكَلُ رَبًّا خَائِنٌ وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَجِلُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَدِيثُ فِي النَّارِ،
ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, বাব : আন নাজাসু ওমান ক্বালা, লা ইয়াজুজু যালিকাল বাইয়ি, খণ্ড-৩, পৃ. ৬৯
- ٣٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»
ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.) সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ. ১৬০
- ৪০ আবু দাউদ সুলায়মনা বিন আসআছ বিন ইসহাক বিন বশীর আসসিজিস্তানী, আস সুনান (বৈরুত: মাকতাবাতুল আসরিয়াহ, তা.বি), হাদীস নং: ৪৮০১

- وحدثني عن مالك ، عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقى، عن زيد بن طلحة بن ركانة برفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء
 মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী (অনূ), মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র.), ২য় খন্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৭, তৃতীয় সংস্করণ-ডিসেম্বর ২০০১, পৃ. ৬২৪
- ৫১ ইমাম আবু আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন-নাসাঈ (র.), মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী কর্তৃক অনূদিত, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন-২০০৪, হাদীস নং-৪৫০৬, পৃ. ২৯৮
- ৫২ حدثنا سليمان بن حر بحدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن فضال عن الحكم بن حزم امرضا لله عن الفارس ولله صلنا لله عليه هو سلمة البيوعان بالخيار ما لم يتفرقا أو الحنيفة فافان صدقا وبينابور كلهما في بيوعهما وإنكتماو كذباً محقبت. ركتيبيعهما
 আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র.), বুখারী শরীফ (৪র্থ খণ্ড), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-জুন ১৯৯১, তৃতীয় সংস্করণ-মার্চ ২০০৩, হাদীস নং-১৯৪৯, পৃ. ২০
- ৫৩ ইমাম আবু আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন-নাসাঈ (র.), মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী কর্তৃক অনূদিত, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন-২০০৪, হাদীস নং-৪৫২৬, পৃ. ৩০৪
- ৫৪ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُ هُمُ الْفَاسِقُونَ
 আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১১০